দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪.....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এক অধ্যাপকের লেলানো সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের সহকারী রেজিস্ট্রার ও বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী কাজলা এলাকায় বাংলাদেশ হাদীছ ফাউন্ডেশন পরিচালিত কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের অনারারি পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সভাপতি ও হাদীছ ফাউন্ডেশনের মালিক তাওহীদ ট্রাষ্টের অপসারিত আমির প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল গালীব কর্তৃক সন্ত্রাসী লেলিয়ে প্রাণনাশের হুমকির কারণে ১০ দিন ধরে অফিস করতে পারছেন না। মোঃ শফিকুল ইসলাম গত ২৬শে জুলাই মতিহার থানায় এই অভিযোগে একটি জিডি করলেও সন্ত্রাসী দ্বারা মোবাইলে হত্যার হুমকিতে আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। জিডির এজাহার ও হাদীছ ফাউন্ডেশনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের বর্তমান সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালীব আর্থিক অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাওহীদ ট্রাষ্টের আমীরের পদ থেকে অপসারিত হন এ বছরের প্রথম দিকে এবং একই কারণে তাকে হাদীছ ফাউন্ডেশনের পরিচালক পদ থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এতে তিনি ফাউন্ডেশন ভবনের মূল্যবান সম্পদসমূহ সরিয়ে নেন এবং তার নির্দেশে ফাউন্ডেশনের সাবেক সচিব অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ গত বছর নভেম্বরে হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার সেন্টারের সমুদয় মালামাল চুরি করে নিয়ে যান। এর প্রেক্ষিতে কম্পিউটার সেন্টারের অনারারি পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম মতিহার থানায় গত ১৩ই জুন মামলা দায়ের করায় মামলা প্রত্যাহার ও মোঃ শফিকুল ইসলামকে হাদীছ ফাউন্ডেশন থেকে সরানোর উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী লেলিয়ে তাকে হামলার চেষ্টা করছেন। শফিকুল ইসলামকে হামলার জন্য প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল গালীব কাজলার অধিবাসী ২৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মিসেস মনোয়ারা বেগমের পুত্র তাজমুল ইসলাম উজ্জ্বল ওরফে ছোট উজ্জ্বলের নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ লাগিয়েছেন। উজ্জ্বল প্রকাশ্যে ও মোবাইলে শফিকুল ইসলামকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে হাদীছ ফাউন্ডেশন ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত শফিকুল ইসলাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন অফিস করতে পারছেন না ১০ দিন ধরে। এ ব্যাপারে আরবী বিভাগের সভাপতি ও হাদীছ ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল গালীব বলেন, তাকে ব্যক্তিগতভাবে অপদস্ত করার জন্য মোঃ শফিকুল ইসলামসহ হাদীছ ফাউন্ডেশনের কিছু লোক এ অভিযোগ করেছে। সকলে মিলে রেজুলেশন করে বিনা অজুহাতে তাওহীদ ট্রাষ্ট থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে যা আইনের মাধ্যমে মীমাংসার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া মোঃ শফিকুল ইসলামের ভাড়া বাকী থাকায় হাদীছ ফাউন্ডেশনে যেতে পারছে না, সন্ত্রাসী লাগাবার কারণে নয়।